

বর্তমান



৪) ফ্যাক্স: ২০২০৪৪৩০

কলকাতা, শনিবার ৩১ জানুয়ারি ২০০৯, ১৭ মাস ১৪১৫

Bartaman, 3

[৬] ৩১ জানুয়ারি ২০০৯ বর্তমান

কুষ্ঠকে হার মানিয়ে জীবনের মূলস্রোতে ফিরেছেন নাকাশিপাড়ার বৃদ্ধা

বি এন এ, নাকাশিপাড়া (নদীয়া): বয়স ৭৪। সহচরীর অনেকেই আর ইহলোকে নেই। থাকার কথা ছিল না তাঁরও। তবু সারা শরীরের কুষ্ঠকে হার মানিয়ে জীবনের মূলস্রোতে ফিরে এসেছেন নদীয়ার নাকাশিপাড়া রকের শিবপুর গ্রামের কমলাবালা জোয়ারদার। শুক্রবার বিশ্ব কুষ্ঠ প্রতিরোধ দিবসে কুষ্ঠজয়ী কমলাবালাকে শুভেচ্ছা জানানেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অরিজিৎ চক্রবর্তী।

স্বাস্থ্য দপ্তর ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর দুয়েক আগে কমলাদেবীর গোটা শরীরে বেশ কিছু স্পটি দেখা দেয়। বাড়ির লোকেরা চিকিৎসকের কাছে

নিয়ে যেতেই কুষ্ঠ ধরা পড়ে। তবে চিকিৎসকেরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, রোগীর শেষ অবস্থা। তার উপর বয়সের ভার। দিনমজুর ছেলে-বউয়ের সংসারে কুষ্ঠ রোগীর ক্রয়বহুল পরিচর্যা একেবারে অসম্ভব। হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন বাড়ির লোকেরা। রোগ জানাজানি হতে প্রতিবেশীদের অনেকেই তাঁদের বাড়িতে আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। রাস্তায় ডেকে কথা বলতে চাইলেও অনেকে এড়িয়ে যেতেন। প্রায় সকলেই তখন দিন গুণতে শুরু করেছিলেন। কুষ্ঠ আক্রান্ত কমলাদেবীর পাশে এসে দাঁড়ায় স্থানীয় একটি ক্ষেত্রসেবী সংস্থা। তারাই শান্তিনগর জেলা হাসপাতাল থেকে ওষুধ

সংগ্রহ সহ কমলাদেবীর পরিচর্যার সব কিছুর দায়িত্ব নেয়। টানা দু'বছর চিকিৎসার পরে অবশেষে পূর্ণ রোগমুক্তি হল কমলাদেবীর। সম্প্রতি চিকিৎসকেরা জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি পুরো সুস্থ। শুক্রবার জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অরিজিৎ চক্রবর্তী কমলাদেবীকে শুভেচ্ছা জানাতে এসে বলেন, রোগের ওইরকম ভয়ংকর অবস্থা থেকে কমলাদেবী পূর্ণ সুস্থ জীবনে ফিরে আসা একটা বিরল ঘটনা। কুষ্ঠ সচেতনতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করার জন্য ওই সংস্থার কর্ণধার অমিত বিশ্বাসকেও তিনি শুভেচ্ছা জানান।